ব্ল্যাক অপারেশন ৩

কাজল ভট্টাচার্য

অরণ্যমন প্রকাশনী

মুখবন্ধ

বছর চারেক আগে কিছুটা হালকাভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন সিক্রেট সার্ভিসের গোপন অভিযান নিয়ে 'ব্ল্যাক অপারেশন' লিখেছিলাম। নিজে গুপ্তচর-কাহিনি পড়তে ভালবাসি, সেজন্য মনে হয়েছিল সিক্রেট সার্ভিসের সত্যিকারের অভিযান হয়ত অন্যদেরও ভাল লাগবে। একসময় যা ছিল নিজের ভাললাগার বিষয়কে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, পরে তা হয়ে উঠল পুরোদস্তুর একটি সিরিজ। আমি অন্য আর যা কিছু লিখেছি, সব কিছুর ঊর্ধ্বে জায়গা করে নিল এই সিরিজ। আমার পরিচয় তৈরি হল প্রধানত ব্ল্যাক অপারেশনের লেখক হিসেবে।

এই পর্বে স্থান পেয়েছে সাতটি কাহিনি। তার মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি, ব্রিটেনের সিক্রেট ফোর্স স্পেশাল এয়ার সার্ভিস, ইজরায়েলের মোসাদ ছাড়াও ভারতের গুপ্তচর সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকাল উইং বা র-এর অভিযান। র সম্পর্কে না লেখায় অনেক পাঠকের অভিযোগ ছিল। এই পর্বে তাদের কিছুটা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলাম। এর মধ্যে দু'টি লেখা ইতিপূর্বে 'অরণ্যমন' ও 'প্রজ্ঞা' পত্রিকার শারদ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকিগুলি নতুন।

অন্যান্য পর্বের মত এই পর্ব লেখার সময় যাঁদের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে বন্ধু সান্দীপনি ভট্টাচার্য ও প্রসূন চৌধুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অরণ্যমন-এর তরুণ প্রকাশক চিরঞ্জীৎ দাস অনেক খেটেখুটে এবং আমার নানাবিধ বায়নাক্কা সামলে এই বই প্রকাশ করছেন। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার স্ত্রী সুস্মিতা ও কন্যা তিতলি-র কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কারণ আমার মত একটি অসামাজিক মানুষকে তাঁরা দু'জন দিনের পর দিন বরদাস্ত করে চলেছেন। এ ছাড়া, পাঠক-পাঠিকা, যাঁরা তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থে আমার বই কিনে আমাকে লেখক হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁদের প্রণতি জানাই।

আর হ্যাঁ, শেষ করার আগে একটা ছোট্ট কথা। ব্ল্যাক অপারেশন-এর এটি শেষ পর্ব। পরে কোনওদিন ব্ল্যাক অপারেশন ফিরবে কি না জানি না!

কাজল ভট্টাচার্য
কলকাতা
জানুয়ারি, ২০২৪

সূ চি প ত্র

১১
কাবুলিওয়ালার দেশে রুশ মরুঝড়

৪৩
লন্ডনে রুদ্ধশ্বাস একশ ঘণ্টা

৭১
রোমের রোম্যান্স এবং এক রোমাঞ্চকর কিডন্যাপ

১০১
ভারতের অদৃশ্য প্রহরী

১২৩
সিয়াচেন হিমবাহে বারুদের গন্ধ

১৫৫
পিরামিডের দেশে আকাশযুদ্ধ

১৭৭
ইয়াসের আরাফতের মৃত্যু ও অনেক প্রশ্ন

কাবুলিওয়ালার দেশে রুশ মরুঝড়

ডিসেম্বরের রাত। মস্কোয় বেজায় শীত। বরফের পুরু চাদরে রাস্তা ঢেকে গিয়েছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে ওভারকোটে শরীর ঢেকে কড়া কফিতে চুমুক দিতে দিতে টিভিতে খবর দেখছিলেন কেজিবি-র সেভেন্থ চিফ ডিরেক্টরেটের অফিসার মেজর ইউরি আন্তনোভিচ ইজাতভ। একঘেয়ে খবর, কোনও বৈচিত্র্য নেই তাতে। রুশ সংবাদমাধ্যম ঠিক সেটুকু খবরই দেখায়, যেটুকু পার্টি থেকে অনুমোদন করে। কেজিবি অফিসার হিসেবে মেজর ইজাতভ জানেন, এসব খবরের মধ্যে সারবস্তু নেই, পুরোটাই প্রপাগান্ডা। কিছুক্ষণ খবর দেখার পর তিনি বিরক্ত হয়ে হালকা কিছু দেখার জন্য টিভির নব ঘোরালেন। বিনোদনমূলক চ্যানেল এল। নাচগানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। মেজর ইজাতভ বেশ জমিয়ে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা জোরে বেজে উঠল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেজর ইজাতভ দেখলেন রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে তিনি তিনি রিসিভার তুলে বললেন, "হ্যালো—"

"ইউরি আন্তনোভিচ," ফোনের ওপ্রান্ত থেকে সোভিয়েত স্পেশাল ফোর্সের ডেপুটি চিফ মিখাইল মিখাইলোভিচ রোমানভ বিনা ভূমিকায় বললেন, "এক্ষুনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করুন। খুব জরুরি দরকার!"

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মেজর ইজাতভ। শান্তি নেই এই চাকরিতে! আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনও কিছুতেই শান্তি নেই। এই তুষারঝরা রাতে তাঁকে এখন বেরোতে হবে। কখন বাড়ি

ফিরতে পারবেন তিনি জানেন না। বাড়িতে আদৌ ফিরতে পারবেন কি না সেই নিশ্চয়তাও নেই! টেবিলের ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বার করে কোমরে গুঁজে গাড়িতে গিয়ে বসলেন তিনি। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল।

মিখাইল রোমানভ নিজের অফিসেই ছিলেন। মেজর ইজাতভ দেখলেন স্পেশাল ফোর্সের আরও তিন অফিসার গোলোভাতভ, কার্তোফেলনিকভ এবং ভিনোগ্রাদভ আগে থেকেই সেখানে হাজির হয়েছেন। ইজাতভ এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রোমানভ বললেন, "আমাদের এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে।"

সবাই মিলে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি চলেছে কেজিবি-র সদর দফতর লুবিয়াঙ্কা বিল্ডিংয়ের দিকে। ইজাতভ কিছুটা অবাক হলেন। তাঁর মত একজন কেজিবি অফিসারকে কেন ঘুরপথে নিজের অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কেজিবি-র নিজস্ব অ্যাসাইনমেন্ট হলে তাঁকে নিশ্চয়ই সরাসরি অফিসে দেখা করতে বলা হত। এভাবে স্পেশাল ফোর্সের অফিস ঘুরে লুবিয়াঙ্কা পৌঁছতে হত না। মেজর অনুমান করলেন, কেজিবি এবং সোভিয়েত স্পেশাল ফোর্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও জয়েন্ট মিশন খুব শিগগিরই শুরু হতে চলেছে।

গাড়ি থামল ফার্স্ট চিফ ডিরেক্টরেটের সামনে। কেজিবি-র ফার্স্ট চিফ ডিরেক্টরেট সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বিভাগ। তাদের কাজ ওভারসিজ অপারেশন। এখানে অপেক্ষা করছিলেন একজন অফিসার, নাম রবার্ট ইভানোভিচ ইভন। তিনি সংক্ষেপে বললেন, "কমরেড, প্রস্তুত থাকুন। আগামী তিন দিনের মধ্যে আপনাদের একটি অত্যন্ত জরুরি কাজে বিদেশে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"আমি জানি না। আমার কাজ শুধু আপনাদের এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। সেখানে গেলেই আপনারা বাকিটা জানতে পারবেন।"

আবার শুরু হল বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চলা। মধ্যরাতে গাড়ি এসে থামল মস্কোর বাইরে একটি সুসজ্জিত বাংলো, অর্থাৎ ডাচার সামনে। সেখানে সবাইকে স্বাগত জানালেন কেজিবি-র ডেপুটি চিফ ভ্লাদিমির আলেকজান্দ্রোভিচ ক্রুচকভ। মেজর ইজাতভ বুঝলেন তাঁদের শহরের বাইরে কেজিবি-র কোনও সেফ হাউসে নিয়ে আসা হয়েছে। সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্রুচকভ বললেন, "ওয়েলকাম, জেন্টলমেন! আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আপনারা জেনে গিয়েছেন, আপনাদের একটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরি অ্যাসাইনমেন্টে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পলিটব্যুরো। আমার কাজ সে বিষয়ে আপনাদের ব্রিফ করা। আমি কথা শুরু করার আগে আপনাদের সঙ্গে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

ক্রুচকভ ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে কেজিবি-র অফিসারেরা দু'জন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘরে নিয়ে এল। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। গায়ের তামাটে রং দেখে মেজর ইজাতভ বুঝলেন এঁরা বিদেশি। ক্রুচকভ পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ওঁরা হলেন মিস্টার কারমাল বাবরাক এবং আনহিতা রাতেবজাদ। আশা করি, আপনারা ওঁদের দু'জন সম্পর্কে জানেন?"

মেজর ইজাতভ সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ালেন। তিনি চোখে দেখেননি, তবে নাম শুনেছেন। বাবরাক কারমাল আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন পিপল'স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ আফগানিস্তান (পিডিপিএ)-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আফগানিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লা আমিনের একদা আস্থাভাজন এই নেতার সঙ্গে এখন তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। হাফিজুল্লা আমিন চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দিয়ে বাবরাক কারমালকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, প্রাগে থাকাকালীন হাফিজুল্লা আমিনের নির্দেশে কারমালকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু চেক সিক্রেট সার্ভিস এসটিবি-র তৎপরতায় তিনি বেঁচে যান। আর আনহিতা রাতেবজাদ হলেন পিডিপিএ-র নেত্রী। তিনি বাবরাক কারমালের অনুগত গোষ্ঠীর সদস্য। এতটাই অনুগত যে, কেউ তাঁকে বলে কারমালের রক্ষিতা, কেউ বলে স্ত্রী। সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন, দু'জনের ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত।

কিন্তু এই রাতে দু'জনে মস্কোয় কী করছেন? তাঁদের সঙ্গে কেজিবি-র সিক্রেট মিশনের কীসের সম্পর্ক? মেজর ইজাতভ যখন এসব ভাবছেন, তখন তাঁকে উদ্দেশ করে ভ্লাদিমির ক্রুচকভ বলে উঠলেন, "কমরেড ইউরি আন্তনোভিচ, এখন থেকে এই দু'জনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার ওপর। মনে রাখবেন, ওঁদের মাথার একটি চুলও যদি কোনও কারণে ছিঁড়ে যায়, তাহলে আপনার পুরো মাথাটাই হয়তো আর নিজের জায়গায় থাকবে না। বুঝলেন?"

মেজর ইজাতভ ছোট্ট করে জানালেন, তিনি বুঝেছেন। কিন্তু কোথায় নিয়ে যেতে হবে এই অতিথিদের? ক্রুচকভ রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "অতটা আমিও জানি না। সময়মত সব কিছু জানতে পারবেন, এত তাড়াহুড়ো কীসের?"

পরদিন সকালে মেজর ইজাতভ তাঁর দুই বিদেশি অতিথিকে নিয়ে রওনা দিলেন। তাঁর সঙ্গে স্পেশাল ফোর্সের তিন অফিসার আঠার মত লেগে রয়েছেন। ড্রাইভার মুখ বুজে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ির জানালা পরদা দিয়ে ঢাকা। সুতরাং বোঝার উপায় নেই গাড়ি কোথায় যাচ্ছে। কিছুক্ষণ চলার পর দেখা গেল গাড়ি নুকোভো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এসে থেমেছে। এখানে স্পেশাল ফোর্সের লোকজন অপেক্ষা করছিল, তারা

সবাইকে এসকর্ট করে একটা টুপোলেভ-১৩৪ বিমানে তুলে দিল। মেজর ইজাতভ এক ঝলক দেখেই চিনতে পারলেন এই বিমানটি কেজিবি-র প্রধান স্বয়ং ইউরি ভ্লাদিমিরোভিচ আন্দ্রোপভ ব্যবহার করেন।

যখন কেজিবি প্রধানের নিজস্ব বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন মিশনের গুরুত্ব বুঝে নিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু গন্তব্য কোথায়? প্রশ্ন করে ধাক্কা খেলেন মেজর ইজাতভ। কেউই মুখ খুলছে না। পাইলট অবশ্য জানে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই।

বিমান মস্কো থেকে উড়ে এসে নামল তাসখন্দ বিমানবন্দরে। সেখান থেকে সবাইকে গাড়িতে চাপিয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য কমরেড রাশিদভের ডাচায় নিয়ে যাওয়া হল। এখানে দেড় দিনের বিরতি। তারপর ফের আন্দ্রোপভের ব্যক্তিগত টুপোলেভ আকাশে উড়ল। এবার মেজর ইজাতভ এবং তাঁর সঙ্গীদের জানিয়ে দেওয়া হল, তাঁদের পরবর্তী গন্তব্য আফগানিস্তানের বাগরাম এয়ারপোর্ট।

ডিসেম্বরের ৭ তারিখ রাতে তাসখন্দ এয়ারপোর্ট থেকে টিইউ-১৩৪ বাগরাম বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিল। দেড় ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত যাত্রা। জানালা দিয়ে মেজর ইজাতভ বিমানবন্দরের আলো দেখতে পেলেন, উচ্চতা ক্রমশ কমে আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান অবতরণ করবে। হঠাৎ তাঁকে এবং বিমানের অন্যান্য যাত্রীদের চরম উৎকণ্ঠায় ফেলে দিয়ে রানওয়ের সমস্ত আলো একসঙ্গে নিভে গেল!

পাইলট চমকে উঠল। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, এর মধ্যে বিমান অবতরণ করবে কীভাবে? রানওয়েতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার জন্য জরুরি আলো থাকে। কিন্তু সেগুলো জ্বালানো হচ্ছে না কেন? বাগরাম এয়ারপোর্টের দায়িত্ব আছে সোভিয়েত সেনা। পাইলট পাগলের মত বারবার এয়ার ট্র্যাফিক কনট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউ জবাব দিচ্ছে না। বাধ্য হয়ে পাইলট ল্যান্ডিং গিয়ারের সবক'টা আলো জ্বেলে দিল। উপায় নেই, তাকে ব্লাইন্ড ল্যান্ডিং করতে হবে। দেখতে দেখতে বিমানের চাকা মাটি ছুঁল। অন্ধকার রানওয়েতে বিমান নিয়ন্ত্রণ করতে চালকের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। রানওয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে সে কোনওমতে বিমান থামাতে সক্ষম হল।

এতক্ষণ মেজর ইজাতভ সহ অন্যান্য যাত্রীরা টেনশনে দমবন্ধ করে বসে ছিলেন। বিমানের চাকা গড়ানো থামতে ছুটে এল সোভিয়েত সেনা। চটপট দরজার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল সিঁড়ি। একে একে যাত্রীরা সকলে নেমে এল। নীচে নেমেই মেজর ইজাতভ সিক্রেট সার্ভিসের একজন পরিচিত অফিসারের মুখোমুখি হয়ে গেলেন। তিনি জানতে চাইলেন, "এটা কী হল?"

একগাল হেসে সেই অফিসারের জবাব, "বাগরাম এয়ারপোর্টে শিডিউলের বাইরে অসামরিক বিমান নামছে, তার যাত্রী আবার হাই ভ্যালু অ্যাসেট! এটুকু রিস্ক আমাদের নিতেই হত, ইউরি।"

স্পেশাল ফোর্সের এজেন্টরা ঘিরে ধরেছে বাবরাক কারমাল এবং আনহিতা রাতেবজাদকে। তাঁদের কর্ডন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাটির তৈরি কুঁড়েঘরে। পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি ঘরে কারমাল এবং রাতেবজাদ থাকবেন, পাশের ঘরে মেজর ইজাতভ এবং তাঁর তিন সঙ্গীর থাকার ব্যবস্থা।

পরদিন মেজর ইজাতভ এবং তাঁর সঙ্গীদের সেনাছাউনি থেকে সামরিক বাহিনীর উর্দি এনে দেওয়া হল। তাঁরা স্থির করলেন আফগান নেতা-নেত্রীকে প্রতি শিফটে দু'জন, দু'ঘণ্টা করে পাহারা দেবেন। একটানা এর বেশি সময় বাড়ির বাইরে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। হিন্দুকুশ পর্বতমালার কনকনে ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারছে। দিনের বেলাতেই তাপমাত্রা মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রিতে নেমে যাচ্ছে। সেনা-বিমানে করে দিনে দু'বার খাবার আসে। খাবার বলতে মূলত গমের খিচুড়ি, সঙ্গে এক টুকরো চিজ বা সসেজ, কখনও পাকিস্তানে তৈরি জ্যাম-মার্মালেড। বাবরাক কারমাল এবং আনহিতা রাতেবজাদ একই খাবার খাচ্ছেন।

তিন দিনের মিশনে এসে প্রায় দু'সপ্তাহ মেজর ইজাতভ এবং তাঁর সঙ্গীদের বাগরামে থেকে যেতে হল। একদিন তিনি দেখলেন স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডার ভ্যালেরি শেরগিন একদল আফগানকে এসকর্ট করে নিয়ে আসছেন। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টদের কাছ থেকে তিনি ওই আফগানদের পরিচয় কায়দা করে জেনে নিলেন— নূর আহমেদ নূর, আসলাম মহম্মদ ওয়াতনজার, সৈয়দ মহম্মজ গুলায়েবজয় এবং আসাদুল্লা সারওয়ারি। এরা সকলেই পিডিপিএ-র শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লা আমিনের বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্য। কারমাল এবং রাতেবজাদের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে কীসব আলোচনা করলেন।

মেজর ইজাতভ কেজিবি-র একজন পোড়খাওয়া অফিসার। তিনি টের পাচ্ছিলেন আফগানিস্তানের মরুভূমিতে খুব শিগগিরই একটা ঝড় উঠতে চলেছে! তিনি চোখের সামনে সেই ঝড়ের দানা বেঁধে ওঠা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি আফগানিস্তানের মাটি স্পর্শ করার বাইশ দিন পরে, ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর, সেই ঝড় সত্যিই উঠেছিল। সোভিয়েত-মার্কিন ঠান্ডা লড়াই উপলক্ষ করে ঝড়ের সূচনা হলেও পরবর্তী কয়েক দশকে সেই ঝড়ের আঘাতে ওলটপালট হয়ে যাবে পুরো বিশ্ব-রাজনীতি।

সেই ঝড়ের নাম 'স্টর্ম-৩৩৩'।

***